দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

1077

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ক্ষেত্রে সেসন জট

"শিক্ষাই জাতির মূল কাঠামো।" শিক্ষার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির ভবিষ্যৎ কাঠামো সুন্দরভাবে রচিত হতে পারে না বা গড়ে উঠা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত বয়স ও সুন্দর সময়। সকল বস্তু বা জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট গতিসীমা আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তদ্রূপ— একটি সময়কাল বা বয়স আছে। কেউ যেমন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ডিগ্রীর আশা করতে পারে না, তেমনি বৃদ্ধ বয়সে কেউ ছাত্র জীবনের কল্পনা করতে পারে না। এটা যেমনি অমূলক তেমনি অর্থহীন। তবে বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারটি এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে সময় এবং বয়সের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ সময়ের মূল্য ছাত্রদের যেমন দিতে হবে— সমভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা মহোদয়গণেরও এ ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

কারণ একটি শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষা ব্যবস্থা একজন তথা গোটা শিক্ষক সমাজের উপরই নির্ভর করে। বিধায়, আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজকে এ দিকটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি, শিক্ষাঙ্গনের ছোট-খাটো সংঘর্ষ নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কর্তৃপক্ষ এ দিকটা অবশ্য বিবেচনা করেন না যে বন্ধ দিলেই সংঘর্ষ দমন হয় না। যদি এ দিকটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চিন্তা করতেন তবে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ না করে এর একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না কেন?

এ দিকটা যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কতটুকু ক্ষতির সম্মুখীন তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কাউকে বুঝানো কষ্টদায়ক। ফলে দেখা দেয় সেসন জট। এ সেসন জট ডেকে আনে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে বেশ বড়রকমের অভিশাপ। যার ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তী সময়, যখন চাকরির জন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হয়। এটা সচরাচর হয়েই আসছে। তারপর না পারে মর্যাদাশীল চাকরি করতে, না পারে ছোট-খাটো কাজ করতে। ফলে তাদের বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয় বেকারত্ব।

যা শিক্ষিতই নয়— অশিক্ষিত সমাজেও মারাত্মক অভিশাপ। আর এ অভিশাপ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা তখনি মুক্ত হতে পারবে— যখন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সময়ের উপযুক্ত মূল্যায়ন হবে। আর ছাত্ররা যখন 'ছাত্রানাম অধ্যয়নাং তপঃ'— এ কথাটির যথার্থ মূল্য দিতে শিখবে। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সেসন জট দেখা দিয়েছে তা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতেও সমভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে।

অতএব, আমাদের স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে সচেষ্ট এবং পরিশ্রমী হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

—আহমাদ আলী